রাজন নন্দী

সূর্যাস্ত এবং আমাদের অসমাপ্ত যুদ্ধের আখ্যান

তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম মাটি থেকে অনেক উপরে,
তাজিনডংয়ের চূঁড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দিবসের নির্ধারিত মৃত্যু।
এরপরে একই ট্রেনে দীর্ঘ পথ, পাশাপাশি।
পৌঢ় ভদ্রলোক, কথা বলবার ঢংটাও বেশ টানে;
কিংবা তার সত্য কথনেরই অমন জাদুকরী সম্মোহন!
কথোপকথনের এক পর্যায়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন,
মানচিত্রের ভীর ঠেলে উঠা কোন ভূঁইফোঁড় তো নয় আমাদের স্বাধীনতা।
ন'মাস, তারও আগে দু'শ বছরের দাসত্ব শৃঙ্খল।
সেই কোন অস্তযুগে স্থলিত শৌর্য্যের হাত ধরে এসেছিল।
তবুও স্বাধীনতা এসেছে স্বপ্নের ছদ্মবেশে, আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি বারবার ।
পৃথিবীর কোন মা কি জন্ম দিয়েছে সাড়ে সাতকোটি সংসপ্তক আজও
কোন দেশে কি আবাল বৃদ্ধ বণিতা লড়তে - মরতে বলেছে 'জয়বাংলা'।
কোথায় অহর্নিশি মানুষ গেয়েছে- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' !
তার কণ্ঠে তখন স্পষ্ট উত্তাপ।
পরিণত বয়সে সব জেনে বুঝে গিয়েছিলেন মুক্তির যুদ্ধে
নিয়ে ফিরেছিলেন স্বাধীনতার সেই কাঙ্খিত সূর্য।
আর এখন তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখেন!

ঢাকায় ফিরতে ফিরতে রাত ভোর।
কমলাপুর থেকে ফিরছি ক্যাম্পাসে।
তখনও আমার শহরে রিকশার ছিল অবাধ যাতায়াত।
ওটা যখন 'পঙ্খিরাজের লাহান' উড়ছে
আমার পাহাড় ফেরত মুসাফির মন তখন বিবশ !
ভোরের তাজা কাগজের প্রথম পাতায় দেখি -
বঙ্গভবন থেকে ফিরছে এক রাজাকার।
গত রাত থেকে সে জোট সরকারের মন্ত্রী !
তার বিকশিত দাঁত গুলোতে আমি দেখি হায়নার উল্লাস।
আর তারই গাড়িতে অবনত আমার অসহায় জাতীয়তা।
হায়! এমন অসহায় আর কোন দিন মনে হয়নি নিজেকে।
বুকের ভেতর দলাদলা কান্নার মত কিছু উঠে আসে।
আমি জানি আমার কান্নায়, দ্রোহে কিচ্ছুটি হবে না বিচ্ছুদের
তবুও আমার নূরালদীনের মত চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে,
'কোনঠে বাহে জাগো সবাই'।
এস আরও একবার গ্রন্থিত হই দ্রোহে,
এস বিনাশ করি হায়নার উল্লাস।
এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।
সূর্যাস্তের এ্রান্তি থেকে নতুন প্রভাত আনতে হবে।
কে যাবে, কে কে যাবে? এস।

***